**বারডেম জেনারেল হাসপাতাল-২, উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ইব্রাহীম সরণী, সেগুনবাগিচা, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪১৮, ২৮ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

চিকিৎসকবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

বারডেম জেনারেল হাসপাতাল-২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং ডায়াবেটিক সমিতির পরিচালনায় এই ১০০-শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে শুধু মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হবে। ডায়াবেটিক সমিতির এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

বারডেম হাসপাতালে অসংখ্য রোগীর ভিড়ে মহিলা ও শিশুরা অনেক সময় সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। শিশু এবং নারী উভয়ই সামাজিকভাবে দুর্বল।

সংসারের কাজকর্ম ফেলে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার ভয়ে অনেক মা-বোনই চিকিৎসা নিতে আসতে চান না।

আমি আশা করি বারডেম জেনারেল হাসপাতাল-২ মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক নতুনমাত্রা যোগ করবে। অপেক্ষা করার বিড়ম্বনা এড়িয়ে তাঁরা সহজেই ডায়াবেটিসসহ অন্যান্য রোগের চিকিৎসা নিতে পারবেন এই হাসপাতালে।

মূল বারডেম হাসপাতালটির অবস্থান কাছাকাছি হওয়ায় এ দুইটি হাসপাতালের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করাও সহজ হবে।

সুধিবৃন্দ,

প্রখ্যাত চিকিৎসক জাতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ ইব্রাহীমের উদ্যোগে এদেশে ডায়াবেটিক সমিতি গঠিত হয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বারডেম হাসপাতাল নির্মাণে প্রথম আর্থিক সহযোগিতা দেন। বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় সরকারি সহায়তা প্রদানে ক্ষেত্রে এটিই ছিল প্রথম উদ্যোগ। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ বা পিপিপি কার্যক্রম শুরু হয়।

একাগ্রতা, সততা, নিষ্ঠা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলে যে কোন ভাল কাজে সাফল্য অনিবার্য। বারডেমসহ ডায়াবেটিক সমিতির বিভিন্ন প্রকল্প তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রাথমিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম শুরু হয় অত্যন্ত সীমিত আকারে একটি টিন সেডে। বর্তমানে শাহবাগে বারডেম হাসপাতালের যে কলেবর, এর বিকাশের পিছনেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অনন্য ভূমিকা ছিল।

তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির বিভিন্ন প্রকল্পে সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

আপনারা জানেন, চিকিৎসা সেবা পাওয়া প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। চিকিৎসা সেবা প্রতিটি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর।

গ্রামের গরীব ও সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ নেই। সে সময় কয়েক হাজার ক্লিনিক স্থাপন করেছিলাম। কিন্তু বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকার সেই ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়।

এবার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা বন্ধ হয়ে যাওয়া কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো পুনরায় চালু করেছি। ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে ১১ হাজার ক্লিনিক চালু হয়েছে।

আমরা সরকারি হাসপাতালে চিকিসা সেবার মান বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করার কাজ শুরু করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে ২০৬টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে। আরও ৯৭টিতে শয্যা বাড়ানোর কাজ চলছে।

১৭টি জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতালসহ ৪২টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। যশোর মেডিকেল কলেজসহ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক ১৩টি নতুন প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করেছে। আরও চারটি নতুন মেডিকেল কলেজ এবং ৫টি ইন্সটিটিউট অফ হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম আমরা হাতে নিয়েছি।

 বেসরকারি পর্যায়ে তিনটি নতুন মেডিকেল কলেজ, একটি ডেন্টাল কলেজ, তিনটি হোমিওপ্যথিক মেডিকেল কলেজ এবং ৪০টির বেশি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছি।

নবনির্মিত ৩টি ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বন্ধ টেকনোলজি স্কুলগুলো চালু করা হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যে ৫ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছি। শিগগিরই আরও ৫ শতাধিক চিকিৎসক এবং ১৪ হাজার স্বাস্থ্য সহকারি নিয়োগ দেওয়া হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর দুই হাজার ৬৬৪টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৫ হাজার নার্সের পদ সৃষ্টির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। নার্সদের পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে।

ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে টেলি-মেডিসিন সুবিধা প্রতিটি গ্রামে পৌঁছানো হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩ হাজার ৭৮০টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল হাসপাতালে ওয়েব ক্যামেরা ও ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যুক্ত রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম চালু করেছি। এতে দরিদ্র নারী ও নবজাতকের নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়েছে।

শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য আমরা জাতিসংঘের এমডিজি-৪ এওয়ার্ড  পেয়েছি।

মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবার পরিধি বহুগুণে বাড়িয়েছি। ৯৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ৩ হাজার ৯০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে এ সেবা দেওয়া হচ্ছে।

আমরা স্বাস্থ্যখাতে নতুন সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছি। পাঁচ বছর মেয়াদি এই কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়নে সমন্বিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে বাড়ানো হবে।

জাতীয় ঔষধনীতি হালনাগাদ করা হয়েছে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,

আপনারা মানবসেবার মহান দায়িত্ব পালন করছেন। রোগে আক্রান্ত হয়ে একজন অসহায় মানুষ দারস্থ হয় আপনাদের কাছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং আপনাদের আন্তরিক ব্যবহার একজন রোগীর রোগ যন্ত্রণা লাঘব করে দিতে পারে।

ধনী ব্যক্তিরা অনেক সময় টাকা-পয়সা খরচ করে ভাল চিকিৎসা নিতে পারে। কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং গরীব মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। দরিদ্রদের প্রতি আপনাদের আরও মনযোগী হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। তাঁদের জন্য উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং স্বল্পমূল্যে ঔষধ নিশ্চিত করতে হবে।

পাশাপাশি রোগ প্রতিকারের চাইতে রোগ প্রতিরোধের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। বিশেষ করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বারডেম হাসপাতালের দায়িত্ব অনেক বেশি। শুধু ঢাকা বা বড় বড় শহরে নয়, মফস্বলেও আপনাদের এ সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে।

কারণ, আগে ধারণা ছিল ডায়াবেটিস কেবল ধনীদের রোগ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ধনী-গরীব, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ কেউই এ রোগ থেকে মুক্ত নয়। আর সঠিক পরামর্শই এ রোগ নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি।

প্রিয় সুধী,

একটি উন্নত জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন একটি রোগমুক্ত কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, স্যানিটেশন, ইম্মুনাইজেশনসহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছি। তবে এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।

২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং রোগমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে দেখতে চাই। এজন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

নারী ও শিশুদের জন্য বারডেম হাসপাতাল-২ চালু করার জন্য আমি ডায়াবেটিক সমিতি ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বারডেম জেনারেল হাসপাতাল-২-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

......